দৈনিক বাংলা

তারিখ ...19 JAN 1994 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩ ......

13

বৃত্তির টাকা কত দূর?

সেই বৃত্তির টাকা। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা ভাল করে। সংবাদপত্রে নাম ওঠে। কারো কারো ছবিও ছাপা হয়। কৃতী ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থাও থাকে। শুধুমাত্র ঐ বৃত্তির টাকা যথাসময়ে পৌছে না ছাত্রছাত্রীদের কাছে। কেন?

প্রশ্ন ওঠে এ বৃত্তির টাকাও কি ব্যাংক ঋণ বা পেনশন ভাতার মতই। একথা সকলেরই জানা যে ব্যাংক ঋণ নিয়ে শিল্পপতিদের এমনকি গ্রামের কৃষকদের অভিযোগের শেষ নেই। অভিযোগ আছে পেনশনভোগীদের যেন অনন্তকাল ধরে। অভিযোগ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা এবং এ নিয়ে লিখতে লিখতে কলম ভোঁতা হয়েছে অনেক আগে। তবুও ব্যাংক ঋণ ও পেনশন নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পুরান কিছু কিছু অযৌক্তিক কথা বলার সুযোগ আছে। আছে লেনদেনের কারবার। এ দু'টি ব্যাপার নাকি আদৌ এক তরফা হতেই পারে না। কিন্তু ছাত্রবৃত্তির প্রশ্নটিও কি সে পর্যায়ে পৌছেছে। এ ক্ষেত্রেও কি মনে করতে হবে যে কিছু 'খরচ' না করলে কোন কাজই হবে না?

সমস্যাটি ১৯৯২ সালে যারা এসএসসি পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়েছে তাদের নিয়ে। বলা হয়েছে ১৯৯২ সালের জুলাই থেকে ১৯৯৩ সালের জুন পর্যন্ত বই কেনার প্রথম কিস্তির টাকা তুলতে হবে। আর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের খবর হচ্ছে সে অর্ডার আসেনি। সুতরাং টাকা দেয়া যাচ্ছে না।

অপরদিকে পঞ্জিকার হিসাব হচ্ছে- ১৯৯৩ সাল শেষ হয়েছে। ১৯৯২ সালে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের দু' বছরের এইচএসসির পাঠ সমাপ্ত হয়েছে। ১৯৯৪ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারীর মধ্যে তাদের পরীক্ষার ফরম পূরণ করতে হচ্ছে। এবার তাদের চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসবার পালা।

তাহলে এ বৃত্তির টাকা কবে দেয়া হবে এবং কি লক্ষ্যে। জানা মতে এ টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল বই কেনার জন্য। হয়ত সময়মত টাকা পেলে কোন গরীব মেধাবী ছাত্র নিজের পাঠ্য পুস্তক কিনতে পারত। কেউবা কিনতে পারত সহায়ক পত্রপত্রিকা বা পুস্তক। সময়মত ছাত্রছাত্রীরা টাকা না পাওয়ায় সে কাজটি হয়নি। অর্থাৎ বৃত্তি প্রদানের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্যটিই অর্জন হল না। বলা যায় ব্যর্থ হয়েছে। কেন হল না এ প্রশ্ন না তুলেই বলা যায় যে, যে অর্থ সঠিক কাজে ব্যবহার হয় না সে অর্থ ব্যয় করে লাভ আছে কি।

তবে এটাই নাকি বৃত্তি পাওয়ার ইতিহাস এবং বৃত্তির টাকা দেওয়ার ঐতিহ্য। অনেক কষ্ট করেও এ ঐতিহ্যের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। তাই একটি মহল থেকে ভিন্ন আবেদন জানান হয়েছে। বলা হয়েছে ঐ বৃত্তির টাকা পরীক্ষার ফরম পূরণের পূর্বে হাতে এলে অসংখ্য গরীব ছাত্রছাত্রী উপকৃত হবে। তাই অন্তত ১৫ ফেব্রুয়ারীর পূর্বে যাতে বৃত্তির টাকা যথাস্থানে পৌছায় সে কাজটি কি করা যায় না।